মম্মটের মতে রসের স্বরূপ

कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च। रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः।। विभावा अनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः। व्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसः स्मृतः।।भरतोक्तिः - विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद् रसनिष्पत्तिः।

রসসূত্র বিমর্শ

মহামুনি ভরতের ''বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ''-এই প্রখ্যাত রসসূত্রকে অবলম্বন করে রসাস্বাদের প্রক্রিয়া বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। সূত্রের 'সংযোগ' এবং 'নিষ্পত্তি' কথা দুটির অর্থের ভিন্নতাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন মতবাদ। এর মধ্যে অন্যতম হল ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ, শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ, ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ এবং অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ। কাব্যপ্রকাশকার মম্মট তাঁর কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থের চতুর্থ উল্লাসে রসাস্বাদ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যাকালে এই চারটি মতবাদের উল্লেখ মতবাদের উল্লেখ করেছেন।

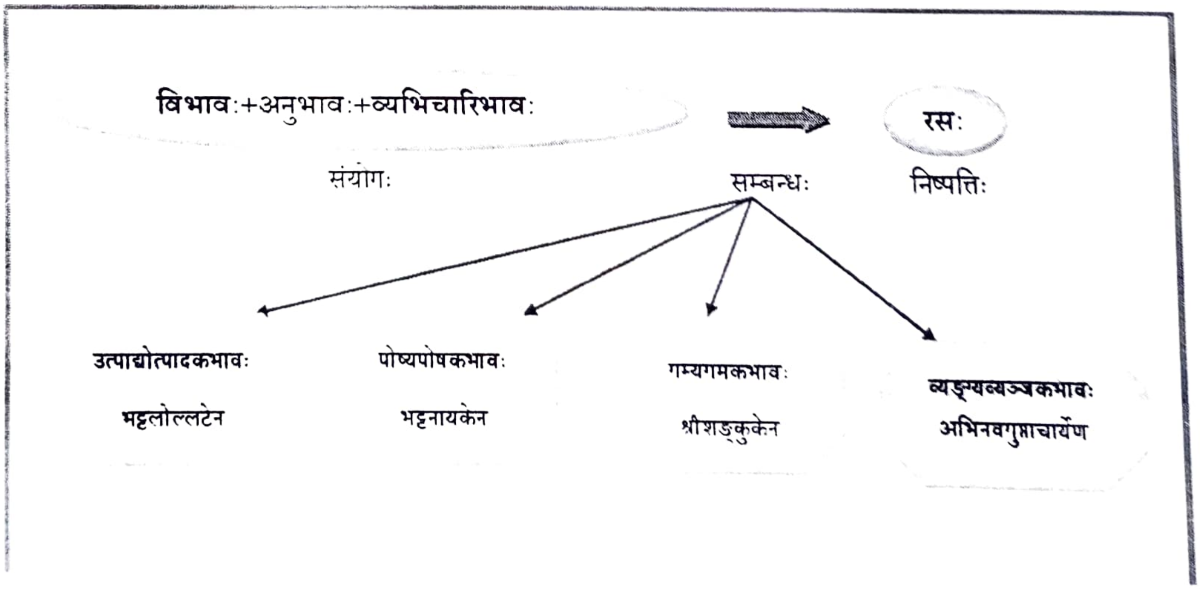

রসাস্বাদবিষয়ে ভট্টলোল্লটের মতবাদ

भट्टलोल्लटः- विभावैर्ललनोद्यानादिभिरालम्बनोद्दीपनकारणैः, रत्यादिको भावो जनितः, अनुभावैः कटाक्षभुजाक्षेपप्रभृतिभिः कार्यैः प्रतीतियोग्यः कृतः, व्यभिचारिदिभिर्निर्वेदादिभिः सहकारिभिरुचितो मुख्यया वृत्त्या रामादावनुकार्ये तद्रूपसंधानान्नर्तकेऽपि प्रतीयमानो रसः।

লোল্লটভরতের রসসূত্রের ব্যখ্যা করেছেন পূর্বমীমাংসার মতানুসারে।তাঁর মতে রস মূখ্যভাবে নায়ক নায়িকানিষ্ঠ। রসের মূখ্য আশ্রয় নায়ক,নায়িকা, প্রতিনায়ক প্রভৃতি। রতি, শোক প্রভৃতি স্থায়িভাব বিভাবের দ্বারা প্রথমে নায়ক নায়িকা প্রভৃতিতে উৎপন্ন হয়। বিভাবের সঙ্গে রসের উৎপাদ্য-উৎপাদক ভাব সম্বদ্ধ। অর্থাৎ বিভাবের দ্বারা রস উৎপন্ন হয়। অনুভাবের সঙ্গে রসের সম্বদ্ধ গম্যগমকভাব।অর্থাৎ নায়ক নায়িকার চিত্তে উদীয়মান রসাত্মক চিত্তবৃত্তিও অনুভাবের দ্বারা জ্ঞাপিত হয়। ব্যভিচারিভাবের সঙ্গে রসের সম্বন্ধ পোষ্যপোষকভাব। ফলে ব্যভিচারিভাবের দ্বারা উপচিত হয়ে রস পূর্ণ পরিণত লাভ করে ও আস্বাদ্য হয়ে ওঠে।

ভট্টলোল্লটের মতে এই নায়ক নায়িকাদিনিষ্ঠ রস নটে আরোপিত হয়। যে নট নটী নায়ক নায়িকার অভিনয় করেন তাঁরা সেই মত বেশ পরিধান করেন ও অত্যন্ত নিপুণভাবে তাঁদের অনুকরণ করেন। এই অনুকরণকৃত সাদৃশ্য এবং অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য সহৃদয় দর্শক অভিনয়দর্শনকালে নটনটীকেই প্রকৃত পাত্রপাত্রী ও রসের আশ্রয় বলে মনে করেন। অতঃপর সহৃদয় সামাজিক কতৃক রস প্রত্যক্ষীকৃত হয়। রসাস্বাদ এই আরোপমূলক অলৌকিক আনন্দের সঞ্চার করে। তিনি মনে করেন যে রজ্জুতে সরপভ্রমের ন্যায় রস যে নটাদিনিষ্ঠ এই অনুভূতিও অসত্য। মিথ্যা সর্পের অনুভূতি

যেমন ভয়,কম্পনাদি উৎপন্ন করে ঠিক সেভাবেই অসত্য রমাশ্রয়ত্বের অনুভূতিও অভিনয় দর্শনকালে সহৃদয় সামাজিকের আনন্দ সঞ্চার করে। এই রসাশ্রয়বিষয়ক জ্ঞান বা অনুভূতি প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা বেদ্য। ভট্টলোল্লটের এই মতবাদ উৎপত্তিবাদ নাম পরিচিত।

রসাস্বাদবিষয়ে শ্রীশঙ্কুকের ব্যাখ্য।

তাঁর এই ব্যাখ্যা অনুমিতিবাদ নামে প্রসিদ্ধ। সূত্রের নিষ্পত্তির শব্দের তিনি অর্থ করেছেন অনুমিতি। শঙ্কুকের মতে রস প্রধানতঃ নায়ক-নায়িকানিষ্ঠ। অভিনয় দর্শনকালে দর্শক অনুকারক নাটকে নায়ক-নায়িকা থেকে অভিন্ন বলে মনে করেন। তিনি বলেছেন যে ,নটনটীতে পাত্রপাত্রীর এই অভিন্নত্ববোধ চারপ্রকার প্রসিদ্ধ প্রতীতি থেকে স্বতন্ত্র।দার্শিনিকগণ সম্যক্ প্রতীতি, মিথ্যাপ্রতীতি, সংশয়প্রতীতি ও সাদৃশ্যপ্রতীতি ভেদে চতুর্বিধ জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এই চারপ্রকার প্রতীতির উদাহরণ শঙ্কুক দিয়েছেন যথাক্রমে - **राम एवायम्, अयमेव राम इति, न रामोऽयम् इत्यौत्तरकालिके बाधे रमोऽयमिति, रामः स्याद् वा न वायमिति रामसदृशोऽयमिति च सम्यङ्मिथ्या-संशयसादृश्यप्रतीतिभ्यो विलक्षणया चित्रतुरगादिन्यायेन रामोऽयमिति प्रतिपत्त्या ग्राह्यो नटे...**

শঙকুকের মতে নটাদিতে পাত্রাদির অভিন্নত্ববোধ উক্ত চতুর্বিধ প্রসিদ্ধ প্রতীতি থেকে স্বতন্ত্র। এই বিলক্ষণ জ্ঞানকে তিনি চিত্রতুরগন্যায়ানুসীরিনী প্রতীতি বলে বর্ণনা করেছেন।অশ্বের আলেখ্য প্রকৃত অশ্ব থেকে ভিন্ন নয়,এটি অনুকৃতিমাত্র। চিত্রিত অশ্ব দর্শনে দর্শকের মনে উদীয়মান অশ্ববুদ্ধি চতুর্বিধ প্রসিদ্ধ প্রতীতি থেকে যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি নাট্যাভিনয় দর্শনের সময় দর্শকের মনে অনুকারক নটব্যক্তিতে যে অনুকার্যনায়কবুদ্ধি উৎপন্ন হয় তাও চতুর্বিধ প্রসিদ্ধ জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র চিত্রতুরগন্যায়ে

সংঘটিত হয় এর ফলে দর্শক নটকেই নায়ক থেকে অভিন্ন বলে মনে করেন। রঙ্গমঞ্চে অনুকারক নট তাঁর অপূর্ব অঙ্গসজ্জা ও অভিনয়নৈপুণ্যের দ্বারা প্রকৃত পাত্রের এমন বিশ্বস্ত অনুকরণ করেন যে, দর্শকেরা তাঁকে প্রকৃত পাত্র থেকে অভিন্ন বলে মনে করেন। তিনি অনুকরণ সামর্থের দ্বারা নিপুণভাবে বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবসমূহকে প্রকাশিত করেন। এগুলি দর্শকের নিকট প্রকৃত ও অকৃত্রিম বলে মনে হয়। এভাবে প্রতিভাত বিভাবাদি থেকে সম্প্রতি পাত্র থেকে অভিন্ন বলে গৃহীত অনুকারক নটের রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব অনুমিত হয়। এই অনুমান নৈয়ায়িক প্রসিদ্ধ মৌলিক অনুমান থেকে ভিন্ন। কারণ এতাদৃশ অনুমান অলৌকিক আনন্দের জনক। স্থায়িভাবরূপে অনুমীয়মান বস্ত্ত সৌন্দর্যবলে সামাজিকের বাসনারূপে চর্ব্যমাণ বা আস্বাদ্যমান হয়ে রসে পরিণত হয়।

রসাস্বাদবিষয়ে ভট্টনায়কের ব্যাখ্য।

ভুক্তিবাদের প্রবক্তা হলেন ভট্টনায়ক। রসানুভূতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি তিনটি ব্যাপার কল্পনা করেছেন- অভিধা, ভাবকত্ব এবং ভোজকত্ব।তাই তিনি বলেছেন-অভিধা ভাবনা চৈব তদ্ ভোগীকৃতিরেব চ। ভট্টনায়কের মতে যে রস আত্মানিষ্ট, তারই প্রতীতি চিত্তকে চমৎকৃত ও তন্ময় করে,অলৌকিক চমৎকারিত্বের হেতু হয়। তার এই আত্মানিষ্ট নতুন রসবাদই হল ভুক্তিবাদ। অভিধা শক্তিদ্বারা দর্শকের অন্তরে অভিনয় দর্শনকালে বিভাবাদির স্বরূপ বোধ হয়। এরপর সহৃদয় সামাজিক চিত্তের ক্ষুদ্র অহংরোধ ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করে বৃহত্তর সত্তায় উন্নীত হয়। বৃহতের ওই উদার আর্বিভাবে বিভাবাদি স্বস্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বর্জন করে সাধারণভাবে সর্বজনীন হয়ে দর্শকের নিকট প্রতিভাত হয়। এটাই নাটকের সাধারণীকরণ। নাটকের ভাবকত্ব শক্তিদ্বারা এটা সম্ভব হয়।

বস্তুতঃ অভিনয় দেখতে দেখতে দর্শক তন্ময় হয়ে পড়ে এবং এই তন্ময়তার জন্যই নাটকীয় চরিত্রগুলি দেশ-দেশান্তরের গন্ডী অতিক্রম করে সার্বজনীন শাশ্বত আদর্শ বা প্রতীকপূপে দর্শকের নিকট প্রতিভাত হয়। ফলে নাটকীয় চরিত্রের সঙ্গে দর্শক একাত্মতা অনুভব করে। অতএব অভিধা শক্তিদ্বারা নাটকের বিভাবাদি জ্ঞাত হয় এবং ভাবকত্ব শক্তিতে বিভাবাদির সার্বজনীনত্ব সম্পাদিত হয় এভাবে সংকীর্ণতামুক্ত রসোপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রকৃত হয়।

অতঃপর উদার উন্মুক্ত চিত্তে রজোগুনে যে বিক্ষেপ ও তমোগুণে যে কাঠিন্য তা গুনীভূত ও দূরীভূত হয়ে সত্ত্বগুনের উদ্রেক ঘটে। এই সত্ত্বোদ্রেকই হল ভোজকত্ব ব্যাপারের কাজ। সত্ত্বগুনের উদ্রেক ঘটলে চিত্তে স্বরূপানন্দচৈতন্যের আনন্দ স্ফুরিত হয়। এই আনন্দে রত্যাদি স্থায়িভাব সাক্ষাৎকৃত হলে অলৌকিক এক আস্বাদ উৎপন্ন হয় এবং এতাদৃশ আস্বাদই হল রস। কাব্যপ্রকাশকার ভট্টনায়কের অভিমতকে এভাবে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন- **न ताटस्थेन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते,नोत्पद्यते,**नाभिव्यज्यते, **अपि तु काव्ये नाट्ये चाभिधातो द्वितीयेन विभावादिसाधारणी**करणात्मना **भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानः स्थायी सत्त्वोद्रेकप्रकाशानन्दमयसंवित्-विश्रान्तिसतत्वेन भोगेन भुज्यते-इति भट्टनायकः।**

রসাস্বাদবিষয়ে অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্য।

অভিব্যক্তিবাদের প্রবক্তা হলেন আচার্য অভিনবগুপ্ত। তাঁর মতে রসাস্বাদ ব্যাখ্যার ব্যঞ্জনা বৃত্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এই মতানুসারে রস ব্যঙ্গ্য, বিভাবাদি তার ব্যঞ্জক। সূত্রস্থ সংযোগ শব্দের অর্থ 'ব্যঞ্জনা' এবং 'নিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ প্রকাশ। সুতরাং অভিব্যক্তিবাদে বিভাবাদির সঙ্গে রসের যে সম্বন্ধ তা ব্যঙ্গ্য –ব্যঞ্জক সম্বন্ধ।

কাব্যপাঠ ও নাট্যাভিনয়ের সময় সহৃদয় প্রথমে বিভাব ও ব্যভিচারীভাব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে এবং এদের দ্বারা কাব্য ও নাট্যে বর্ণিত চরিত্রগত স্থায়িভাব অভিব্যক্ত হয়। এরপর বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাব এবং চরিত্রনিষ্ঠ স্থায়িভাব সহৃদয় সামাজিকের কাছে দেশ,কাল ও পরিবেশের পরিচ্ছিন্নতাবিহীন ও সাধারণ আকারে প্রতিভাত হয়। এর নাম সাধারণীকরণ।সাধারণাকারে প্রতীয়মান এই সকল বিভাবাদির দ্বারা সামাজিকের চিত্তে বাসনাকারে সূক্ষ্মভীবে বিদ্যমান রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব উদ্বুদ্ধ হয়। সহৃদয় চিত্তে উদ্বুদ্ধ এই স্থায়িভাবগুলি চরিত্রগত অভিব্যঞ্জিত মানসিক ভাবেরই অনুরূপ। চিত্তে এই সকল স্থায়িভাবের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে মন একাগ্রভাবে তাদের প্রতি নিবদ্ধ হয়। সহৃদয় সামাজিক চিত্ত আগে থেকে কাব্যগত রচনাবৈশিষ্ট্য ও নাট্যগত অভিনয়দক্ষতার দ্বারা বাহ্য বিক্ষেপকারক বস্তুসমূহের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ নিবৃত্তি লাভ করে। তাই উদ্বুদ্ধ বাসনাকারে বিদ্যমান রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবে চিত্তের একাগ্রতা। সহজেই সম্ভব হয়। এই ভাবশ্রিত চিত্তে আত্মচৈতন্যের প্রকাশ ঘটে এবং সেটাই রস। কাব্যপ্রকাশকার সংক্ষেপে এভাবে অভিনবগুপ্তের মতবাদকে প্রকাশ করেছেন... সামাজিকানাং বাসনাত্মতয়া স্থিতঃ স্থায়ী রত্যাদিঃ নিয়তপ্রমাতৃগতত্বেন স্থিতোSপি সাধারণোপায়বলাৎ... সাধারণ্যেন সাকার ইবাভিগ্নোSপি গোচরীকৃতশ্চর্বমাণতৈকপ্রাণো বিভাবাদিজীবিতাবধিঃ পানকরসন্যায়েন চর্ব্যমানঃ পুর ইব পরিস্ফুরন্ হৃদয়মিব প্রবিশন্... ব্রহ্মাস্বাদমিবানুভাবয়ন্ অলৌকিকচমৎকারকারী শৃঙ্গারাদিকেদ রসঃ।